গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০১ তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪২৭
১৩ জুলাই ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ (সকাল-৯:০০টা: হতে) সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল,
পটুয়াখালী, কুমিল্লা,নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিমি বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে বিক্ষিপ্তভাবে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবনতা অব্যাহত থাকতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৩.৫	৩০.২	৩৩.২	৩২.৫	৩৪.৫	৩১.৫	৩৪.৮	৩৩.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৩.২	২৬.০	২৪.০	২৫.২	২৪.৬	২৪.৪	২৫.০	২৫.৭

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৪.৮^{o} এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিকলি ২৩.২^{o} সেঃ।

ভারী বর্ষণের সতর্কবাণী :-সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আজ (১৩ জুলাই ২০২০) সন্ধ্যা ৬:০০ টা থেকে পরবর্তী ২৪ঘন্টার মধ্যে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি.) থেকে অতিভারী (৮৯ মি.মি.) বর্ষণ হতে পারে।

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- সুরমা ব্যতীত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদী আরিচা পয়েন্টে, পদ্মা নদী ভাগ্যকূল ও মাওয়া পয়েন্টে এবং কুশিয়ারা নদী শেরপুর পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে ।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় নীলফামারী, লালমনিরহাট ও রংপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে, অপরদিকে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নাটোর, রাজবাড়ি জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং ফেনী জেলার বন্যা পরিস্থিতি আগামী ২৪ ঘণ্টায় স্থিতিশীল থাকতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	৭৮		
হ্রাস	২০	**বিপদসীমার উপরে**	২২

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (২৮ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১২ জুলাই ২০২০ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১।	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	ধরলা	২৭.৩৮	+৪০	২৬.৫০	+৮৮

২।	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	ব্রহ্মপুত্র	২৪.২১	+৩৭	২৩.৭০	+৫১
৩।	কুড়িগ্রাম	নুনখাওয়া	ব্রহ্মপুত্র	২৭.০৪	+৪১	২৬.৫০	+৫৪
৪।	নীলফামারী	ডালিয়া	তিস্তা	৫৩.০৪	+৩২	৫২.৬০	+৪৪
৫।	লালমনিরহাট	কাউনিয়া	তিস্তা	২৯.২৮	+০৭	২৯.২০	+০৮
৬।	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	ঘাগট	২২.০১	+৩৯	২১.৭০	+৩১
৭।	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	যমুনা	২০.৪৪	+৩৩	১৯.৮২	+৬২
৮।	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	যমুনা	১৭.১২	+৩৩	১৬.৭০	+৪২
৯।	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	যমুনা	১৫.৫৩	+৩১	১৫.২৫	+২৮
১০।	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	১৩.৪১	+২২	১৩.৩৫	+০৬
১১।	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি	আত্রাই	১০.৪৬	+১৪	১০.৪০	+০৬
১২।	নাটোর	সিংড়া	গুড়	১২.৯০	+০৫	১২.৬৫	+২৫
১৩।	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৮.৭০	+১৫	৮.৬৫	+০৫
১৪।	জামালপুর	বাহাদুরাবাদ	যমুনা	২০.০৭	+৪০	১৯.৫০	+৫৭
১৫।	সিলেট	কানাইঘাট	সুরমা	১৩.৪৬	-০৯	১২.৭৫	+৭১
১৬।	সিলেট	সিলেট	সুরমা	১০.৮৯	০০	১০.৮০	+০৯
১৭।	সিলেট	অমলশীদ	কুশিয়ারা	১৫.৫৭	+৪৯	১৫.৪০	+১৭
১৮।	সিলেট	সারিঘাট	সারিগোয়াইন	১২.৩৭	-০৪	১২.৩৫	+০২
১৯।	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	সুরমা	৮.১১	-১১	৭.৮০	+৩১
২০।	সুনামগঞ্জ	দিরাই	পুরাতন সুরমা	৬.৮৬	+১৫	৬.৫৫	+৩১
২১।	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	সমেশ্বরী	৬.৮২	-০১	৬.৫৫	+২৭
২২।	ফেনী	পরশুরাম	মুহুরী	১৩.৮০	+১৫০	১৩.০০	+৮০

বারিপাত তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
লালাখাল	১৬০.০	পঞ্চগড়	১৪৮.০	নোয়াখালী	১১৭.০
টেকনাফ	১০৪.০	ঠাকুরগাঁও	৯১.০	জাফলং	৮৭.০
শেরপুর-সিলেট	৮৫.০	ডালিয়া	৮২.০	ছাতক	৮০.০
শেওলা	৭৮.০	দিনাজপুর	৭৮.০	পরশুরাম	৬৫.০
চাঁদপুর বাগান	৬৩.০	সাতক্ষীরা	৬২.০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬০.০

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
চেরাপুঞ্জি	১৮৪.০	শিলচর	৬৭.০

বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতিঃ

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ (১৩/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, নাটোর, বগুড়া, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, জামালপুর, নেত্রকোনা, ফেনী এই ১২ টি জেলার ২২ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জুলাই ২০২০ এর দীর্ঘ মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

- জুলাই, ২০২০ মাসে বঙ্গোপসাগরে ১-২টি বর্ষাকালীন লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে যার মধ্যে ১ (এক) টি বর্ষাকালীন নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের কতিপয় স্থানে মধ্যমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে।
- অপরদিকে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কতিপয় স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ১৩ জুলাই ২০২০ এর আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

- মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।
- রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে বিক্ষিপ্তভাবে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনাসভাঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এর সভাপতিত্বে ১২.০৭.২০২০ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি সভা জুমের মাধ্যমে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মহসিন, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের কমিশনারগণসহ বন্যাপ্রবণ ১৫ টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সকল কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ এলাকার বন্যা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন।বন্যা পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ রুপ ধারণ করেনি তবে যে কোন সময় পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে সকলে মত প্রকাশ করেন। প্রত্যেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যথেষ্ট পরিমাণ ত্রাণবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে বলে মত প্রদান করেন।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাঃ

গত ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.০০টায় বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে (জুম পদ্ধতিতে) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল (ক)বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয়, (খ) ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়ক্ষতি ও করনীয় এবং (গ) বিবিধ।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের মহাসচিব, এফএফডব্লিউসি এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ জুম মিটিং এ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মহসিন এর সঞ্চালনায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালিত হয়।

<u>জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপঃ</u>

অদ্য ১৩ ই জুলাই, ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা অধিদপ্তর এবং বন্যা আক্রান্ত ১৫ টি জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- উপদ্রুত জেলার সংখ্যা- ১৫ টি (লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর)
- উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা- ৮১ টি
- উপদ্রুত ইউনিয়নের সংখ্যা- ৪০১ টি
- পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা- ২,৮৩,৬৯১ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ১৩,৯৬,৭৭০ জন
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে জি, আর (চাল) বিতরণ করা হয়েছে ৩৮১১.১৫৫ মেট্রিক টন
- ক্ষতিগ্রস্থ লোকের মধ্যে নগদ ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে ১,৬৯,৮৯,৭০০/- টাকা।
- শিশুখাদ্য বাবদ ১২,০০,০০০ টাকা।
- গো-খাদ্য বাবদ ১৪,০০,০০০/- টাকা
- শুকনা খাবার ২৩,৬২২ প্যাকেট।
- ঢেউটিন- ৮০ বান্ডিল।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ-

- **০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার বাবদ ৮,০০০ (আট হাজার) বস্তা/প্যাকেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।
- **০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ত্রাণ কার্য (চাল) ৪,০০০ (চার হাজার) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে
- **০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং
- **০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা, ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) বস্তা/প্যাকেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

- **বন্যা উপদ্রুত ১৫ টি জেলায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী ও টাকা মজুদ আছে।**

- **অদ্য ১২ই জুলাই, ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা অধিদপ্তর এবং বন্যা আক্রান্ত ১৫ টি জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ**

- বন্যা কবলিত ১৫টি জেলায় মোট ৯৭৫ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে;
- উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে ৫,৯২৩ জন পুরুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- মোট ৫,৩১১ জন মহিলা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- ৩,৯৭৭ জন শিশু আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- প্রতিবন্ধী ২৯ জন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- ১,০৬৪ টি গরু ও ২,৫৭২ টি ছাগল/ভেড়া আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হয়েছে;
- অন্যান্য গৃহপালিত পশু ২৮ টি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;
- বন্যা কবলিত জেলায় ৫৮৫ টি মেডিকেল টিম গঠন এবং ১৬৫ টি মেডিকেল টিম চালু করা হয়েছে।

টেবিলঃ ১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ১৫টি বন্যা কবলিত জেলা প্রশাসন সমূহ থেকে প্রাপ্ত আজকের (১৩/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	উপদ্রুত উপজেলার নাম	উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা	পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	বিতরণকৃত ত্রাণের পরিমান	বর্তমান মজুদ	মন্তব্য
১	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী পাটগ্রাম	১৯	২০৬০৫	৭৬,৭২৫	জিআর চাল- ২৪৩.৪৮০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ- ১৭,২৫,৭০০/-	জিআর চাল- ২৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৫,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- ঢেউটিন-২০০ বান্ডিল, গৃহ মঞ্জুরী বাবদ ৬,০০,০০০/-,	তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৫২ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জেলার ০৫ টি উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে।

২	কুড়িগ্রাম	৯ টি উপজেলা	৫৬	২২,২৭৯	৮৯,১১৬	জিআর চাল-৩৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৪০,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/- গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-,	জিআর চাল- ২৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৪,০০,০০০/- , শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট,	অদ্য সকাল ৬.০০ টায় ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি চিলমারী পয়েন্টে ৪৫ সে. মিটার, ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার ৪২ সে. মিটার, দুধকুমর নদীর পানি ৪৭ সে. মিটার, এবং তিস্তা নদীর পানি ০০ সে. মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
৩	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি	২৬	৩,৯০০	১,২২,৩২০	জিআর চাল- ৩২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ১৫,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য বাবদ- ৪,০০,০০০/- , ঢেউটিন- ৮০ বান্ডিল, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ১,৮০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ২৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৩,৬৫০,০০০/- টাকা, শুকনা খাবার- ২২০০ প্যাকেট,	ঘাঘট-গাইবান্ধা ৩১ সে. মিটার উপর দিয়ে, করতোয়া-কাটাখালী বিপদ সীমার ৬৪ সে. মি. নীচ দিয়ে ও ব্রহ্মপুত্র-ফুলছড়ি ৫৬ সে. মিটার উপর দিয়ে, তিস্তা-সুন্দরগঞ্জ বিপদসীমার ০৮ সে. মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** ২,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ ৬০,০০,০০০/- টাকা।
৪	নীলফামারী	ডিমলা, জলঢাকা	১০	৬৪২০	২৫,৬৮০	জিআর চাল- ১১৩.৬৭৫ মে: টন জিআর ক্যাশ- ৩,০০,০০০/- শুকনা খাবার- ৫২২ প্যাকেট	জিআর চাল- ২৯০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৬,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৩,৫০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	তিস্তা নদীর ডালিয়া পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ৪৪ সে.মি. উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
৫	রংপুর	গংগাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা,	১৩	১৮,০০০	৫০,০০০	জিআর চাল- ৩৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ১৪,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ১,৫০০ প্যাকেট গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-,	জিআর চাল- ৩০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৪,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,৫০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	অদ্য সকাল ০৯ টায় তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৪৪ সে.মি. ও কাউনিয়া পয়েন্টে ০৮ সে. মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
৬	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা	৮১	২২৯৭	৯৮৯৫৬	জিআর চাল- ৮৫৫.০০০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ- ৪৭,৭০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ১,৯০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ৫৫.০০০ মে: টন, শুকনা খাবার- ২,১০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার ৩৫ সে. মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** ১০০০ বান্ডিল ঢেউটিন, ৫,০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার, জিআর চাল ৫০০ মে.টন, জিআর ক্যাশ ২০,০০,০০০ টাকা।
৭	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহজাদপুর, চৌহালী,	৫১	৩৪,৬৪৪	১,৫৯,১৫৩	জিআর চাল- ২৬৭.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ২,৪৪,০০০/-, শুকনা খাবার- ৩,৭০০ প্যাকেট,	জিআর চাল- ২৫৮.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৫,৫৬,০০০/-, শুকনা খাবার- ৩০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার- 0.০৩ মিটার নীচ দিয়ে এবং কাজিপুর পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার 0.২৬ মিটার নীচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে । **চাহিদা:** জিআর চাল- ১০০০.00০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২০,০০,000/- , গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ১৫,০০,০০০/-, এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৫,০০,০০০/-টাকা।
৮	বগুড়া	ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা	১৫	১৯,০৭২	৭৭,৬২০	জিআর চাল- ২৬০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/- শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-	জিআর চাল- ২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২০০০ প্যাকেট	যমুনা নদীর গেজ স্টেশনে মাথুরাপাড়া পয়েন্টে পানির বিপদসীমার ১০.৭০ মিটার, উচ্চতা ১৭.৮ মিটার, বর্তমানে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৩৮ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাঙ্গালী নদীর পানি বিপদসীমার ১৫.৮৫৩ মিটার, উচ্চতা ১৫.৫৫ মিটার, বর্তমানে বাঙ্গালী নদীর পানি বিপদ সীমার ৩০.৩ সে.মি. নিচ দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** জিআর চাল-৫০০.00০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-১০,০০,০০০/- এবং শুকনা খাবার- ১০,০০০ প্যাকেট ।
৯	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী ও বকশীগঞ্জ	২৩	২৮৬১২	১১৪৭৩৩ জন	জিআর চাল- ৩১০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ১০,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	জিআর চাল- ১০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২,০০,০০০/-,	যমুনা নদীর পানি বর্তমানে বিপদসীমার ৫৭ সে. মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

১০	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, সিলেট সদর,ফেঞ্চুগঞ্জ, জকিগঞ্জ	৩৮	৯১৩২২	৩৮৭৫৮৭	জিআর চাল-২১৫.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৯০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ২৮৫.০০০ মে: টন জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৩,১০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-,	সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার ৭১ সে. মিটার, সুরমা নদীর পানি সিলেটে বিপদসীমার ০৯ সে. মি. ও সারি নদীর পানি জৈন্তাপুরে ০২ সে. মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সিলেট জেলার সকল নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতি অবনতি হচ্ছে।
১১	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, দেলদুয়ার	২৫	২১,১৭৮	১,৩২,৪৮০	জিআর ক্যাশ- ৬,০০,০০০/-, জিআর চাল- ৩০০.০০০ মে: টন, শুকনা খাবার- ৪,০০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-,	জিআর চাল- ১০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২,০০,০০০/-,	যমুনা নদীর পানি ভুঞাপুর সুইচগেট পয়েন্টে ০.৩৫ মিটার, কালিহাটি পয়েন্টে ০.১০ মি. নিচ দিয়ে ও ধলেশ্বরী নদীর পানি এলাশিনঘাট পয়েন্টে ০.৩৩ মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** জিআর চাল-২০০.০০০মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/-
১২	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা, কালুখালী, বালিয়াকান্দি	-	-	-	জিআর চাল- ৫৫.০০০ মে: টন	জিআর চাল- ৯৫.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,৫০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট	বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি এবং কোনো এলাকা প্লাবিত হয়নি। দৌলতদিয়া গেজ ষ্টেশন পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ০.৪ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
১৩	মাদারীপুর	শিবচর, কালকিনি, মাদারীপুর সদর, রাজৈর	২৩	২,৪০০ ও নদী ভাঙ্গনে ৫৭৭ টি	১২,৮৫০	জিআর চাল- ৮২.০০০ মে: টন শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ২১৮.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	পদ্মা নদীর পানি সমতা ৫.৮২ মিটার, বিপদসীমা ৬.১০ মিটার (বিপদসীমার ২৮.০০ সে.মি. নিচে) ও আড়িয়াল খাঁ নদীর পানির সমতা ৩.৪৩ মিটার, বিপদসীমা ৪.৩০ মিটার (বিপদসীমার ৮৭.০০ সে.মি.) নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
১৪	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, দৌলতপুর, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, ঘিওর, সিংগাইর	২১	৪১৫	১,৬৭০	জিআর চাল-১৩০.০০০ মে: টন, শুকনা খাবার- ১,৩০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ৭০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-,	যমুনা নদীর পানি আরিচা ঘাটে বিপদসীমার ৯.৪০ মি. নীচ দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছে। কালীগঙ্গা নদীর পানি তরা পয়েন্টে বিপদসীমার ৮.৩৮ মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। **চাহিদা:** জিআর চাল-১০০০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫০,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-৩,৫০০ প্যাকেট, ঢেউটিন ৫০০ বান্ডিল।
১৫	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাসন, সদরপুর	১১	১১,৯৭০	৪৭,৮৮০	-	জিআর চাল- ২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৩,০০,০০০/-	পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে ৪ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

টেবিলঃ ২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ১৫টি বন্যা কবলিত জেলা প্রশাসন সমূহ থেকে প্রাপ্ত আজকের (১৩/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) বন্যা কবলিত উক্ত ১৫ টি জেলার আশ্রয়কেন্দ্রের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্র খোলারসংখ্যা	আশ্রিত লোকসংখ্যা				আশ্রিত গবাদি পশুর সংখ্যা			মেডিকেল টিম		মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা	করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্য বিধিসমূহ অনুসরণ	মন্তব্য
			পুরুষ	মহিলা	শিশু	প্রতিবন্ধী	গরু/ মহিষ	ছাগল/ভেড়া	অন্যান্য	গঠিত	চালু			
১	লালমনিরহাট	০	-	-	-	-	-	-	-	৫৩	-	৪	-	জেলায় কোনো আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয় নাই
২	কুড়িগ্রাম	০	-	-	-	-	-	-	-	৮৫	-	-	-	
৩	গাইবান্ধা	৯৭	১৫৪৩	১২৯৫	৫৮৬	-	৭৩৫	১৯৬০	-	৫৯	০৯	আনসার, গ্রামপুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিনিরা পত্তায় নিয়োজিত আছে	সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে	
৪	নীলফামারী	০৭	১৫	০৫	৪	-	-	-	-	১০	-	ব্যবস্থা গ্রহণ করা আছে	ব্যবস্থা গ্রহণ করা আছে	
৫	রংপুর	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই
৬	সুনামগঞ্জ	৩৫২	৩৩৬৪	৩১১২	২৭০৮	৯	২৩৫	৪২৭	০	১০২	১০২	পুলিশ, রেডক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবক নিরাপত্তায় নিয়োজিত	সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে	
৭	সিরাজগঞ্জ	১৭৯	-	-	-	-	-	-	-	৮৩	-	০১. পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ০২. ভিডিপি ও আইনশৃংখলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে	
৮	বগুড়া	৭০	-	-	-	-	-	-	-	২৫	-	আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে	আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে	
৯	জামালপুর	১৪	৫১৬	৪৭০	২৬	০	০	০	০	৬৮	২৩	নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে	স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে	

১০	সিলেট	২২৫	৪৮৫	৪২৯	৬৫৩	২০	৯৪	১৮৫	২৮	২৪	২২	নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে	আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে	১৯ টি আশ্রয়কেন্দ্রে লোক আশ্রয় নিয়েছে।
১১	টাঙ্গাইল	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই
১২	রাজবাড়ী	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি
১৩	মাদারীপুর	২১	-	-	-	-	-	-	-	৪	৪	-	মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে কর্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে	পদ্মা ও আড়িয়ারখাঁ নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় লোকজন এখন ও আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গহণ করে নি
১৪	মানিকগঞ্জ	০	-	-	-	-	-	-	-	৬৭	-	-	-	১০৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
১৫	ফরিদপুর	১০	-	-	-	-	-	-	-	৫	৫	-	-	

২। বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

ক) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছেঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	শুকনা খাবার বরাদ্দের পরিমান (প্যাকেট)
০১.	রংপুর	২,০০০ (দুই হাজার)
০২.	কুড়িগ্রাম	২,০০০ (দুই হাজার)
০৩.	গাইবান্ধা	২,০০০ (দুই হাজার)
০৪.	নীলফামারী	২,০০০ (দুই হাজার)
০৫.	লালমনিরহাট	২,০০০ (দুই হাজার)
০৬.	সিলেট	২,০০০ (দুই হাজার)
০৭.	সুনামগঞ্জ	২,০০০ (দুই হাজার)
০৮.	মৌলভীবাজার	২,০০০ (দুই হাজার)
০৯.	বগুড়া	২,০০০ (দুই হাজার)
১০.	সিরাজগঞ্জ	২,০০০ (দুই হাজার)
১১.	জামালপুর	২,০০০ (দুই হাজার)
১২.	টাংগাইল	২,০০০ (দুই হাজার)
১৩.	মাদারীপুর	২,০০০ (দুই হাজার)
মোট		২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৯, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(খ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য তাঁর বরাবর নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলোঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	গো-খাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (বস্তা/প্যাকেট)
১	রাজবাড়ী	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০০ (দুই হাজার)
২	মুন্সিগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০০ (দুই হাজার)
৩	মানিকগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০০ (দুই হাজার)
৪	চাঁদপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০০ (দুই হাজার)
	মোট=	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ)	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ)	৮,০০০ (আট হাজার)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৮, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(গ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ ত্রাণ কার্য (চাল) এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ প্রদানের জন্য ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	টাংগাইল	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০২.	মাদারীপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৩.	শরীয়তপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৪.	নেত্রকোনা	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৫.	জামালপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৬.	চাঁদপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৭.	নোয়াখালী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৮.	লক্ষ্মীপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৯.	রাজশাহী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১০.	সিরাজগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১১.	বগুড়া	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১২.	রংপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৩.	কুড়িগ্রাম	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৪.	নীলফামারী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)

১৫.	গাইবান্ধা	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৬.	লালমনিরহাট	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৭.	সিলেট	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৮.	মৌলভীবাজার	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৯.	হবিগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
২০.	সুনামগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
	মোট=	৪,০০০ (চার হাজার)	১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩২, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঘ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	শরীয়তপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০২.	নেত্রকোনা	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৩.	চাঁদপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৪.	নোয়াখালী	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৫.	লক্ষ্মীপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৬.	রাজশাহী	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৭.	মৌলভীবাজার	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৮.	হবিগঞ্জ	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
	মোট=	১৬,০০০ (ষোল হাজার)	১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ)	১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৩, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঙ) সাম্প্রতিক ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবর্ণিত জেলার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ মানবিক সহায়তা হিসেবে ০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য এবং শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ছাড় করা হয়েছেঃ**

ক্রঃ নং	জেলার নাম	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১।	রংপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
২।	কুড়িগ্রাম	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৩।	গাইবান্ধা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৪।	নীলফামারী	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৫।	লালমনিরহাট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৬।	সিলেট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৭।	সুনামগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৮।	বগুড়া	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৯।	সিরাজগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১০।	জামালপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১১।	টাংগাইল	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১২।	মাদারীপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
মোট		২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ)	২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ)

(সূত্র ১: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩০, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ
সূত্র ২: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩১, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(চ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	ঢাকা	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০২.	নারায়নগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৩.	গাজীপুর	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৪.	মুন্সিগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৫.	মানিকগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৬.	টাংগাইল	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৭.	নরসিংদী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৮.	ফরিদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৯.	মাদারীপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
১০.	গোপালগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১১.	শরীয়তপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১২.	রাজবাড়ী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০

১৩.	কিশোরগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৪.	**ময়মনসিংহ**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৫.	নেত্রকোনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৬.	জামালপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৭.	শেরপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৮.	**চট্টগ্রাম**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৯.	কক্সবাজার	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২০.	রাংগামাটি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২১.	খাগড়াছড়ি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২২.	কুমিল্লা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৪.	চাঁদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৫.	নোয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৬.	ফেনী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৭.	লক্ষ্মীপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৮.	বান্দরবান	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৯.	**রাজশাহী**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩১.	নওগাঁ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩২.	নাটোর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৩.	পাবনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৪.	সিরাজগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৫.	বগুড়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৬.	জয়পুরহাট	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৭.	**রংপুর**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৮.	কুড়িগ্রাম	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৩৯.	নীলফামারী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪০.	গাইবান্ধা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪১.	লালমনিরহাট	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪২.	দিনাজপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৩.	ঠাকুরগাঁও	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৪.	পঞ্চগড়	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৫.	**খুলনা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৬.	বাগেরহাট	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৭.	সাতক্ষীরা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৮.	যশোর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৯.	ঝিনাইদহ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫০.	মাগুরা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫১.	নড়াইল	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫২.	কুষ্টিয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৫৩.	মেহেরপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৪.	চুয়াডাংগা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৫.	**বরিশাল**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৬.	পটুয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৭.	ভোলা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৮.	পিরোজপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৯.	বরগুনা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬০.	ঝালকাঠি	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৬১.	**সিলেট**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬২.	মৌলভীবাজার	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬৩.	হবিগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬৪.	সুনামগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
		মোট=	১০,৯০০.০০০ (দশ হাজার নয়শত)	১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ)

ত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৭, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ছ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে

নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদানের জন্য ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (বস্তা/ প্যাকেট)
১।	রংপুর	২,০০০/- (দুই হাজার)
২।	কুড়িগ্রাম	২,০০০/- (দুই হাজার)
৩।	গাইবান্ধা	২,০০০/- (দুই হাজার)
৪।	নীলফামারী	২,০০০/- (দুই হাজার)
৫।	লালমনিরহাট	২,০০০/- (দুই হাজার)
৬।	সিলেট	২,০০০/- (দুই হাজার)
৭।	সুনামগঞ্জ	২,০০০/- (দুই হাজার)
৮।	বগুড়া	২,০০০/- (দুই হাজার)
৯।	সিরাজগঞ্জ	২,০০০/- (দুই হাজার)
১০।	জামালপুর	২,০০০/- (দুই হাজার)

১১।	টাংগাইল	২,০০০/- (দুই হাজার)
১২।	মাদারীপুর	২,০০০/- (দুই হাজার)
মোট=		২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার)

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৮, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

অগ্নিকান্ড:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১১/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১২/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৩ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৪	০	০
২।	ময়মনসিংহ	১	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	২	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০
৮।	খুলনা	৩	০	০
	মোট	**১৩**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। **বিশ্ব পরিস্থিতিঃ**

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১২/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১,২৫,৫২,৭৬৫	১১,৩০,২৪৭
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	২,৩০,৩৭০	৩৩,১৭৩
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৫,৬১,৬১৭	২৮,৬৪০
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৫,২৮৫	৬৫০

২। **বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ**

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (১২/০৭/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১১,০৫৯	৯,৪০,৫২৪
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	২,৬৬৬	১,৮৩,৭৯৫
রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৫,৫৮০	৯৩,৬১৪
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৪৭	২,৩৫২

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন সকাল ১১ টায় এবং বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**

১৩-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০১/১(১৬৬)

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪২৭

১৩ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক (সকল),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

১৩-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা